বিএনপির মামলায় সাবেক সিইসি কাজী রকিবসহ ১২ কর্মকর্তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সংগৃহীত ছবি

নির্বাচনে অনিয়ম এবং ভোটাধিকার হরণের অভিযোগে দায়ের করা বিএনপির মামলায় সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদসহ নির্বাচন কমিশনের সাবেক ১২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। আসামিরা পলাতক থাকায় তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন সাবেক সিইসিসহ নির্বাচন কমিশনার, সচিব ও পুলিশের সাবেক আইজি পর্যায়ের ব্যক্তিরাও।

একটি রাজনৈতিকভাবে আলোচিত মামলায় সাবেক সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদসহ নির্বাচন কমিশনের সাবেক ১২ কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান এই আদেশ দেন। শেরে বাংলা নগর থানায় বিএনপির দায়ের করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবেদন জানানোর পর আদালত আদেশ দেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, মামলার এসব আসামি পলাতক থাকায় তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই তদন্তের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন বন্ধের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে আবেদনটি করা হয় এবং আদালত তা মঞ্জুর করেন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন:

সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হাফিজ

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাবেদ আলী

শাহ নেওয়াজ,রফিকুল ইসলাম,কবিতা খানম

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী

আহসান হাবিব খান,মো. আলমগীর,আনিছুর রহমান

সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ,সাবেক সচিব মোহাম্মদ সাদিক,এবং প্রধান আসামি হিসেবে সাবেক সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদ

বিএনপি গত ২২ জুন রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় মামলাটি দায়ের করে। এতে অভিযোগ করা হয়, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন নির্বাচন কমিশন সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা না করে ভয়ভীতি ও কারচুপির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে।

মামলার আসামির তালিকায় আরও রয়েছেন:

সাবেক সিইসি এ কে এম নূরুল হুদা

বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল,সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার

এ কে এম শহীদুল হক,জাবেদ পাটোয়ারী

বেনজীর আহমেদ,চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন

মামলার পরপরই ২২ জুন উত্তরা থেকে গ্রেফতার করা হয় এ কে এম নূরুল হুদাকে। তাকে দুই দফায় মোট ৮ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এরপর ২৫ জুন মগবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় কাজী হাবিবুল আউয়ালকে। তারও তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।